উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন/২০২৫

প্রতিবেদন পরিচিতি

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

সম্পাদনায় ঃ

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও ।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কারিগরী সহায়তা ঃ

আব্দুল কাদের
উপজেলা প্রকৌশলী
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করণে ঃ

মোঃ আকতারুজ্জামান
ইউডিএফ, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও ।

প্রকাশকাল ঃ

মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ।

শুভচে্ছা বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণতান্ত্রিক, শক্তিশালী, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উন্নয়নমুখী ও সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। উপজেলা পরিষদকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবি গড়ে তুলতে স্থানীয়ভাবে জনগনের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দিক দিয়ে সকল প্রকল্প থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। এর মধ্যে বাৎসরিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন অন্যতম।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প মূলত পাঁচ বছরের জন্য হলেও এর সম্প্রসারন মেয়াদ সহ বিগত ৭ বছর ধরে সাফল্যের সাথে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে সকলেই অবগত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে উপজেলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হবে যাতে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারনের তথ্যসূত্র হিসেবে কাজে লাগে।

প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে সমাপনী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। অবশ্যই এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এই প্রতিবেদনটি উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারনের জন্য একটি বড় তথ্যসূত্র হিসেবে কাজে লাগবে। আমি এই উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানাই।

(সরদার মোস্তফা শাহিন)
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার বিভাগ(ভার প্রাপ্ত)
ঠাকুরগাঁও

সম্পাদকীয়

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা ঠাকুরগাঁও জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হয়। উপ-প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অনেক স্কুলে বেঞ্চ পেয়েছে বিধায় সেখানে ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক স্কুলে টয়লেট দেওয়া হয় ফলে হাইজিন বিষয়টা নিশ্চিত করা গেছে। এম্বুলেন্স প্রদানের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পবিারের রোগী অনত্র যেয়ে ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারছে। অনেক স্কুলে আইটি ও ডেস্কটপ কম্পিউটার দেওয়ার ফলে ছাত্র ছাত্রীরা কম্পিউটার বিষয়ে ধারনা পাচ্ছে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প মূলত পাঁচ বছরের জন্য হলেও এর সম্প্রসারন মেয়াদ সহ বিগত ৭ বছর ধরে সাফল্যের সাথে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে সকলেই অবগত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে উপজেলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হবে যাতে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারনের তথ্যসূত্র হিসেবে কাজে লাগে। পাশাপশি এই প্রকল্পের সাফল্য ও শিখনকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে ও নতুন নতুন উপ-প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক হবে।

(মোঃ খাইরুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঠাকুরগাঁও সদর , ঠাকুরগাঁও

মুখবন্ধ

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদ ২২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এলাকার অধিবাসীরা বেশী ভাগ গরিব । উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শুরু হলেও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা প্রথম থেকে ৪র্থ রাউন্ড পর্যন্ত উপজেলার কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে না টিকার কারনে প্রকল্প পেতে ব্যর্থ হয় । কিন্তু ৫ম পর্যায় উপজেলা কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে সফল হওয়ায় ২০২১ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমান সময় ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চলমান । এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে এবং সরকারী নানা সুবিধার সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করতে এটি একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ করণীয় সুশাসন/পরিচালন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প মূলত পাঁচ বছরের জন্য হলেও এর সম্প্রসারন মেয়াদ সহ বিগত ৭ বছর ধরে সাফল্যের সাথে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে সকলেই অবগত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে উপজেলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হবে যাতে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারনের তথ্যসূত্র হিসেবে কাজে লাগে। পাশাপশি এই প্রকল্পের সাফল্য ও শিখনকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়ক হবে। উপজেলার সামগ্রিক কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ও প্রতিবেদন তৈরীতে সহযোগিতা করার জন্য উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ (ভার প্রাপ্ত), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী ও অন্যান্য দপ্তর প্রধান ঠাকুরগাঁও সদর সকলকে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ আকতারুজ্জামান
ইউডিএফ, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও ।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	অধ্যায় ০১ ঃ উপজেলার পটভূমি	
	১.১। উপজেলার সাধারণ পরিচিতি	০১
	১.২। প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য	
২	অধ্যায় ০২ ঃ প্রকল্প পরিচিতি	
	২.১। এক নজরে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের সাধারণ পরিচিতি	০২
	২.২। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য	
৩	অধ্যায় ০৩ ঃ প্রকল্প অর্থায়ন	
	৩.১। অর্থায়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শুরু ও শেষ তারিখ)	০৩
	৩.২। সামগ্রিক তহবিলের বরাদ্দ ও ব্যবহার	
৪	অধ্যায় ০৪ ঃ পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন	
	৪.১। পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা	০৪
	৪.২। কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন (PA) ও ফলাফল বিশ্লেষণ	
৫	অধ্যায় ০৫ ঃ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	
	৫.১। উপ-প্রকল্পে প্রদত্তের সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	০৫
	৫.২। সক্ষমতা উপ-প্রকল্পের (CD) বাস্তবায়ন ও ফলাফল	
	৫.৩। অবকাঠামো উপ-প্রকল্পের (INF) বাস্তবায়ন ও ফলাফল	
৬	অধ্যায় ০৬ ঃ প্রকল্পের ফলাফল	
	৬.১। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অর্জন	০৭
	৬.২। পরিচাল ব্যবস্থা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্মুখীন চ্যালেঞ্জ	
	৬.৩। প্রকল্প থেকে মূল্যবান শিখণ ও অভিজ্ঞতা	
৭	অধ্যায় ০৭ ঃ উপসংহার ও সুপারিশ	
	৭.১। প্রকল্পের সার্বিক উপসংহার	০৮
	৬.২। ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশ	
৮	অধ্যায় ০৮ ঃ সাফল্য গল্প ও সেরা অনুশীলন	
	৮.১। সাফল্য গল্প সক্ষমতা উপ-প্রকল্প (CD)	০৯
	৮.২। সাফল্য গল্প অবকাঠামো উপ-প্রকল্প (INF)	১১

অধ্যায় ০১ ঃ উপজেলা পরিচিতি

১.১। উপজেলার সাধারণ পরিচিতি ঃ

১৯৬০ সালে ৬টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁও মহাকুমা গঠিত হয় । ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি দিনাজপুর জেলার একটি মহাকুম হিসেবে পরিচিত ছিল । ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণার মাধ্যমে উপজেলায় রুপান্তর করা হয়।

আয.তন: ৬৮৩.৪৫ বর্গকমি। অবস্থান:২৫°৪০´ থকেে ২৫°৫৯´ উত্তরঅক্ষাংশএবং ৮৮°১৫´ থকেে ৮৮°২২´ পূর্ব দ্রাঘমিাংশ।সীমানা: উত্তরআটোযে.ারী ও বাোদা উপজলো, দক্ষণিপৌরগঞ্জ(ঠাকুরগাঁও) ও বীরগঞ্জউপজলো, পূর্বে বাোদা, দবেীগঞ্জ ও বীরগঞ্জউপজলো, পশ্চমিবোলযি.াডাঙ্গাও রানীশংকাইল উপজলো।

ঢাকা হতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৩০০ কিঃ মিঃ। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সদর ও জেলা সদরসমূহের সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। যে কোনো স্থান হতে সড়ক বা রেলপথে ঠাকুরগাঁও রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যান্ড নেমে রিক্সা অথবা অটোরিক্সা যোগে ০.৫ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা অফিসে আসা যায়। উপজেলা হতে প্রতিটি ইউনিয়নে পাঁকা সড়কযোগে মাইক্রো বাস, অটো রিক্সা, নছিমন, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেলযোগে যাওয়া যায়।
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা ২২ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন সমূহ হলো- ১) রুহয়িা ২) চলিারং ৩) রহমিানপুর ৪) রায়পুর ৫) জামালপুর ৬) মোহাম্মদপুর৭) সালন্দর৮) রাজাগাঁও ৯) নারগুন ১০) জগন্নাথপুর১১) ঢোলারহাট ১২) আখানগর ১৩) আকচা ১৪) **বড়গাঁও** ১৫) আউলয়িাপুর ১৬)বালয়িা, ১৭) সেনুয়া ১৮) রুহিয়া পশ্চিম ১৯)শুকানপুকুর ২০ গ্রেুনবাড়ী ২১) দেবিপুর ও ২২) গড়েয়া

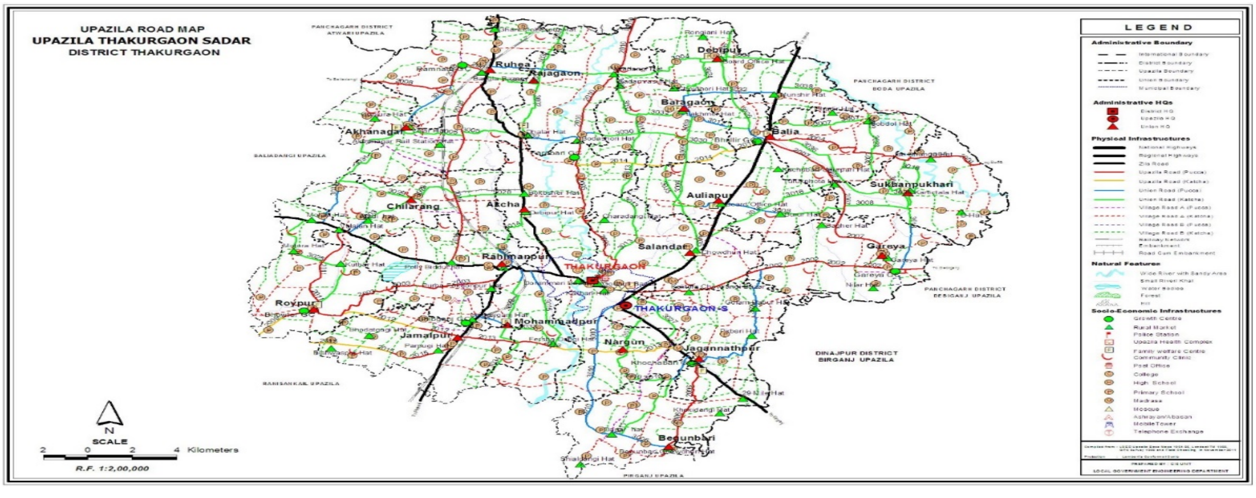

১.২। প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ঃ

- উপজেলা বাস্তবায়িত ইউজিডিপি উপ-প্রল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি প্রোফাইল তৈরি করা
- পতিবেদন ওয়েব পোর্টালে সংরক্ষন করা

- উপজেলা সমাপনী প্রতিবেদন তৈরি করা
- প্রকল্প বাস্তবায়নের শিখন, অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এর আলোকে উপজেলা পরিষদের সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের খেত্রে সুপারিশ করা

অধ্যায় ০২ ঃ প্রকল্প পরিচিতি

২.১। এক নজরে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের সাধারণ পরিচিতি ঃ

প্রকল্প পরিচিতি ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) (Japan International Cooperation Agency, JICA) এর সহায়তায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (Upazila Governance and Development Project, UGDP) নামে একটি প্রকল্প ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের নাম	ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প Upazila Governance and Development Project, UGDP
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ডিসেম্বও ২০২৫
প্রকল্পভূক্ত এলাকা	ঃ সকল উপজেলা পরিষদ
সতীর্থ সহযোগী	ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ(এলজিডি), স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়

২.২। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে অতিরিক্ত উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান এবং অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নাগরিকদেরকে অধিকতর দক্ষ এবং কার্যকরী সেবা প্রদান করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সরকারি সেবা সহজীকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদকে দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে বরাদ্দ (পিবিএ) দেয়া
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) এবং সরকারী দপ্তগুলোর মধ্যে পারস্পারিক জবাবদিহিতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়া
- নাগরিকদের কাছে এলজিআই এবং সেবা দপ্তরগুলোর স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণসমূহের সদ্ব্যবহার করা
- এলজিআই এবং সেবা দপ্তর উভয় ক্ষেত্রেই কর্মরত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধনের কৌশল জোরদার করা

- একটা যৌক্তিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা দেবার লক্ষে আর্থিক এবং প্রশাসনিক কাজের উন্নতি সাধন করা

অধ্যায় ০৩ ঃ প্রকল্পের অর্থায়ন

৩.১। অর্থায়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ঠাকুরগাঁও উপজেলায় ১ম রাইন্ড থেকে ৪র্থ রাইন্ড পর্যন্ত উপজেলার কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে না টিকার কারনে প্রকল্প পেতে ব্যর্থ হয় । কিন্তু ৫ম পর্যায় উপজেলা কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে সফল হওয়ায় ২০২১ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান। এই উপজেলায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ রাউন্ডে কাজ হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য Japan International Cooperation Agency, JICA ও বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করে। তবে উপজেলা পর্যায় অর্থের বরাদ্দ উপজেলার কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে।

অর্থ বছর	৫ম পর্যায়			৬ষ্ঠ পর্যায়		
	২০২০-২০২১			২০২১-২০২২		
বরাদ্দের উৎস	অবকাঠামো উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ	মোট বরাদ্দ	অবকাঠামো উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ	মোট বরাদ্দ
জাইকা	৫০,০০০০০.০০	১,০০০০০.০০	৬০,০০০০০.০০	৫০,০০০০০.০০	-	৫০,০০০০০.০০
জিওবি	৬,৮৮৭৮৩.০০	৫৫,৩৬৩.০০	৭৪৪১৪৬.০০	৫৮৬৫৯২.০০	-	৫৮৬৫৯২.০০
মোট বরাদ্দ	৫৬,৮৮,৭৮৩.০০	১০৫৫৩৬৩.০০	৬৭,৪৪১৪৬.০০	৫৫৮৬৫৯২.০০	-	৫৫৮৬৫৯২.০০

চিত্র ঃ অর্থায়ন

৩.২। সামগ্রিক তহবিলের বরাদ্দ ও ব্যবহার ঃ

অত্র উপজেলায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ রাউন্ডে কাজ হয়। ৬ষ্ঠ রাউন্ডে প্রশিক্ষণের বরাদ্দ ছিলনা শুধু অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ হয়। ৫ম রাউন্ডের ক্ষেত্রে ৬০,০০০০০.০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এর মধ্যে ১০% প্রশিক্ষণ ও ৯০% অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ হয়। ৬ষ্ঠ রাউন্ডে ৫০,০০০০০.০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এর ১০০% অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ হয় ।

বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহারের খাত	অবকাঠামে উন্নয়ন মূলক কাজ	শতকরা হার%	প্রশিক্ষণ/ সক্ষমতা বুদ্ধি মূলক কাজ	শতকরা হার %
শিক্ষা খাত	৬০,০০০০০.০০	৬০%		
স্বাস্থ্য খাত	৪০,০০০০০.০০	৪০%	১১৩৩০০.০০	১১.৩৩%
কৃষি খাত			১৪৯০০০.০০	১৪.৯%

মৎস্য খাত			১৫০০০০.০০	১৫%
প্রানিসম্পদ খাত			১১৪৩৪০.০০	১১.৪৩%
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো			১৫২১২০.০০	১৫.২১%
মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন			১৩৬৬০০.০০	১৩.৬৬%
কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন			১৮৪৬৪০.০০	১৮.৪৬%

০৪

অধ্যায় ০৪ ঃ পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

৪.১ ভুমিকা ঃ

গভর্নেন্স/পরিচালন বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া এবং কোন নীতিগুলি বাস্তবায়িত হবে আর কোন গুলি হবে না তা নির্ধারনের প্রক্রিয়া। ইহা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে বোঝায়, যা দেশ পরিচালনার সাথে জড়িত। অত্র উপজেলায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) কাজ করার ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দিক দিয়ে সুনাম অর্জন করেছে ও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

৪.২। পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ঃ

পরিচালন ব্যবস্থার চিত্র আমরা নিম্নে ছকের মাধ্যমে পেতে পারি। তবে বর্তমানে উপজেলা পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা ও ১৭টি উপজেলা কমিটির নিয়মিত সভা হচ্ছে। অর্থবছরের বার্ষিক অনুমোদিত বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর প্রতিবেদন, বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী, উপজেলা পরিষদের সিটিজেন চার্টার ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, ওয়েব পোর্টাল আপডেট প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকান্ড চলমান আছে ।

৪.৩। কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন (PA) ও ফলাফল বিশ্লেষণ ঃ

উপজেলা কর্মদক্ষতা রাউন্ড	নম্বর	ফলাফল	প্রাপ্ত বরাদ্ধ
প্রথম রাউন্ড	**৩১**	ফেল	নাই
দ্বিতীয় রাউন্ড	**৪১**	ফেল	নাই
তৃতীয় রাউন্ড	**৪৫**	ফেল	নাই
চতুর্থ রাউন্ড	**২১**	ফেল	নাই
পঞ্চম রাউন্ড	**৭৯**	দ্বিতীয় স্থান	৬০ লক্ষ টাকা
ষষ্ঠ রাউন্ড	**১০০**	প্রথম স্থান	৫০ লক্ষ টাকা

০৫

অধ্যায় ০৫ ঃ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

৫.১। ভুমিকা ঃ

উপজেলা পরিষদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন এর সময় সকল অংশীজন এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। উপজেলা পরিষদ এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক মনিটরিং ও কাজ সমাপ্তির পর কাজ বুঝে নেওয়া হয়।

৫.২। উপ-প্রকল্পে প্রদত্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ রাউন্ডে কাজ হয়। সক্ষমতা উপ-প্রকল্পের (CD) শুধু মাত্র ৫ম রাউন্ডে কাজ বাস্তবায়ন হয় । বরাদ্ধ না থাকায় ৬ষ্ঠ রাউন্ডে সক্ষমতা উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।

৫.৩। সক্ষমতা উপ-প্রকল্পের (CD) বাস্তবায়ন ঃ

ক্রমিক নং	সক্ষমতা উপ-প্রকল্পের নাম	উপকার ভোগী		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যায়ে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০	১২০	১২০
০২	কৃষি পণ্য রপ্তানি করার লক্ষ্যে নির্বাচিত কৃষকদের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি পণ্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৬০	৬০	১২০
০৩	উপজলো পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা/কমচারীদরে জন্য ওয়েব পোর্টাল ও ই-ফাইলিং বষিয়ক প্রশক্ষিণ	৪০	১৪	৫৪
০৪	আদিবাসীদের কুচিয়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭	১৫	৪২
০৫	ভ্যাটেরিনারী ঔষধ ও খাবার বিক্রেতাদের জন্য এএমআর (এনটিমাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স) বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৮৬	১০	৯৬
০৬	নির্মান শ্রমিক (রাজ মিস্ত্রি, রড মিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি ও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি) দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ	১১০	১৮	১২৮
০৭	বিভিন্ন ইউনিয়নের কর্মক্ষম বেকার মহিলাদের ঠোংগা, শপিং ব্যাগ, মিষ্টির প্যাকেট ও পাপস তৈরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০	৬০	৬০

৫.৪। সক্ষমতা উপ-প্রকল্পের (CD) ফলাফল ঃ

- আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মের সংস্থানপন হয়েছে।
- নির্মান শ্রমিকদের কাজের মান তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে
- ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়েব পোর্টাল আপডেট করা সহজ হয়েছে
- আদিবাসীদের কুচিয়া চাষ প্রশিক্ষণ করানোর ফলে কুচিয়া চাষ চলমান রেখেছে
- কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাত করণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যায়ে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে

৫.৫। অবকাঠামো উপ-প্রকল্পের (INF) বাস্তবায়ন ও ফলাফল ঃ

ক্রমিক	অবকাঠামো উপ-প্রকল্পের নাম	উপকার ভোগী

নং		পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	২০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারী বেড সরবরাহ		৭০	২০
০২	১৭টি মাধ্যমিক স্কুলও মাদ্রাসায় প্লাস্টিকের বেঞ্চ সরবরাহ	২৫০	৩৫০	৬০০
০৩	১০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় আইসিটি সরনজাম সরবরাহ	২৫০	৩৫০	৬০০
০৪	৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য হাইজিন কর্ণার নির্মাণ		৫০০	৫০০
০৫	রুহিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১টি গ্রামীন এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ	৫০০	৭০০	১২০০
০৬	৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ১ টি করে ডেস্কটপ সরবরাহ	৫০০	৭৩০	১২০০

৫.৬। অবকাঠামো উপ-প্রকল্পের (INF) ফলাফল ঃ

- উপ-প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অনেক স্কুলে বেঞ্চ পেয়েছে বিধায় সেখানে ছাত্র/ছাত্রীর উপস্তিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, লেখাপড়া মান ও রেজাল্ট ভাল হয়েছে।
- উপ-প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অনেক স্কুলে টয়লেট দেওয়া হয় ফলে সেখানে হাইজিন বিষয়টা নিশ্চিত করা গেছে।
- এম্বুলেন্স প্রদানের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারের রোগী অনত্র যেয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারছে।
- বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য আইসিটি ও ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রদান করায় ছাত্র / ছাত্রীরা কম্পিউটার বিষয়ে ধারনা পাচ্ছে ও পরীক্ষায় ভাল করেছে।

অধ্যায় ০৬ ঃ প্রকল্পের ফলাফল

৬.১। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অর্জন ঃ

- অনেক স্কুলে বেঞ্চ সরবরাহ করায় ছাত্র উপস্তিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, লেখাপড়া মান ভাল হয়েছে।
- অনেক স্কুলে টয়লেট দেওয়া হয় ফলে সেখানে হাইজিন বিষয়টা নিশ্চিত করা গেছে।
- এম্বুলেন্স প্রদানের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারের রোগী অনত্র যেয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারছে।
- বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য আইসিটি ও ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রদান করায় ছাত্ররা কম্পিউটার বিষয়ে ধারনা পাচ্ছে
- উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প যে একটি স্বচ্ছ ও জবাব দিহিতা প্রকল্প তা সকলের কাছে পরিচিত হয়েছে।
- উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল দপ্তরের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন হয়েছে
- উপজেলা পরিষদের ও উপজেলা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা হচ্ছে
- নিয়মিত ওয়েব পোর্টাল হালনাগাত করা হচ্ছে
- উপজেলা পরিষদের সেবা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণ জানতে পেরেছে
- আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মের সংস্থান হয়েছে।
- নির্মান শ্রমিকদের কাজের মান তুলনামূলক বৃদ্ধি পেযেছে
- ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়েব পোর্টাল আপডেট করা সহজ হয়েছে
- আদিবাসীদের কুচিয়া চাষ প্রশিক্ষণ করানোর ফলে কুচিয়া চাষ চলমান রয়েছে
- কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাত করণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যায়ে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে

৬.২। পরিচালন ব্যবস্থা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্মুখীন চ্যালেঞ্জ ঃ

- রাজনৈতিক অস্থিরতা
- বাজেট না থাকার কারনে বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে আগ্রহ নাই
- সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন গাইট ও টুলস নাই
- সুশাসন নিশ্চিত করা
- উপ-প্রকল্প নির্বাচনে সকল পার্টির মধ্যে সমন্বয় আনা
- কাজ বাস্তবায়নে কনট্রাকটর এর গড়িমসি
- প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা কম

৬.৩। প্রকল্প থেকে মূল্যবান শিখণ ও অভিজ্ঞতাঃ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প মূলত সুশাসন/পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর প্রাধান্য দেয়। কাজ করেতে যেয়ে এই প্রকল্প থেকে নানা বিধ মূল্যবান শিখণ ও অভিজ্ঞতা হয়েছে।

- উপজেলার কর্ম দক্ষতা মূল্যায়ন করলে উপজেলা কাজকে গতিশীল করে
- অডিট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জবাব দিহিতা ও স্বচছতা বৃদ্দি পায়
- ট্যাকনিক্যাল পারসন দ্বারা কাজ বুঝে নিলে কাজটির গুনগত মান ভাল হয়
- উপজেলা কমিটির সভা হলে জন প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়
- আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সহজ হয়

অধ্যায় ০৭ ঃ উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১। প্রকল্পের সার্বিক উপসংহার ঃ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল প্রশংসনীয় । উপজেলার সেবা সমূহ জনগণের দোড়গোড়ায় নেওয়ার জন্য সুশাসন/পরিচালন অপরিহার্য অংশ যা উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প ক্যাটালিষ্ট হিসেবে কাজ করে। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর ২য় ফেজে উপজেলা পরিষদের সুশাসন/পরিচালন ব্যবস্থ্যার উপর কার্যক্রম নেওয়া হলে উপজেলা পরিষদের সুশাসন

৭.২। ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশ ঃ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প উপজেলা পরিষদের একমাত্র প্রকল্প । উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি উপজেলার ১৭টি বিভাগের উন্নয়ন সাধন হচ্ছে ।

প্রস্তাবিত সুপারিশ ঃ

- প্রকল্পের কর্মকান্ড ফ্যাসিলেট করার জন্য ডিডিএলজির তথ্যাবধানে এক জন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।
- পিছিয়ে পড়া উপজেলা পরিষদের জন্য হলেও সুশাসন/পরিচালনের জন্য উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর ২য় ফেজ নেওয়া প্রয়োজন
- ডুপলিকেসি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পরিকল্পনার সম্বনয় করতে হবে
- টেনডারের সকল খেত্রে ই-জিপি করা আবশ্যক
- টেনডারের খেত্রে ১০% বাইন্ডিং রাখা যাবেনা
- সক্ষমতা বৃদ্ধি জন্য নিডবেস প্রশিক্ষণ বা আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উপ-প্রকল্প নিতে হবে।
- ২য় ফেজে ১) জলবায়ুর প্রভাব নিরসন ২) নারী ক্ষমতায়ন ৩) উপজেলা পরিসদের সুশাসন/পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে কমপোন্টেড নিতে হবে।
- উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর প্রথম ফেজে যে কাজগুলি ভাল ফলাফল আনেনি যেমন এম্বুলেন্স, সোলার লাইট ইত্যাদি কাজ গুলি ২য় ফেজে না নেওয়া
- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষনের উপর জোর দিতে হবে।
- সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষনাবেক্ষন এর জন্য বরাদ্ধের ব্যবস্থ্যা রাখতে হবে।
- অভিজ্ঞতা বিনিময় এর জন্য এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলার মধ্যে ক্রস ভিজিটের ব্যবস্থা রাখতে হবে
- নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা দের দক্ষতা বৃদ্দির জন্য উপজেলা পরিষদের সুশাসান/পরিচালন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মনিটরিং সিস্টেম চালু রাখতে হবে
- উপ-প্রকল্প নির্বাচনের পর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই গাইটলাইন করতে হবে

অধ্যায় ০৮ ঃ সাফল্য গল্প ও সেরা অনুশীলন

৮.১। সাফল্য গল্প সক্ষমতা উপ-প্রকল্প (CD)

বাবলি বেগম এখন স্বয়ংসম্পন্ন

বাবলি বেগম একজন গৃহিনী। তার স্বামী একজন ভ্যান চালক। তাদের একজন ছেলে ও একজন মেয়ে আছে । তারা একটি টিস শেট বাড়ীতে বাসকরে। তার স্বামীর আয় পরিবার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। মহিলা বিষয়ক অফিস থেকে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর আর্থিক সহায়তায় মিষ্টির প্যাকেট বানানোর প্রশিক্ষণ হবে শুনে বাবলি বেগম মহিলা বিষয়ক অফিসে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করলে মহিলা বিষয়ক অফিস তাকে প্রশিক্ষনের জন্য মনোনিত করে। বাবলি বেগম ৫/১০/২০২২ ইং তারিখে (CDSP5-2020-21-559494-07) মিষ্টির প্যাকেট বানানোর উপর ২ দিনের প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন।

সে প্রশিক্ষণের সম্মানির ১০০০/- টাকা দিয়ে মিষ্টির প্যাকেট বানেনো শুরু করে। শুরুতে তার স্বামী ও মেয়ে তার কাজে সহায়তা করে। বাবলি বেগম বিভিন্ন বাজারের মিস্টির দোকান থেকে অর্ডার নেয় ও বাড়ীতে সংসারের কাজ শেষ করে মিস্টর প্যাকেট তৈরী করে । তার স্বামীর মাধ্যমে দোকানে দোকানে সরবরাহ করে। প্রথম দিকে বিক্রি কম হলেও বর্তমানে তার বেচা বিক্রি ভাল হচ্ছে।

সে এখন মিস্টির প্যাকেট বিক্রি করে মাসে প্রায় ৭০০০-১০,০০০/- আয় করে ।

পাশের চিত্রটি মিস্টির প্যাকেট বিক্রির ব্যবসা করার পূর্বে ছিল। এখন তার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সে তার ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠায়। সে তার মেয়েকে কলেজে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন ৭০/- টাকা রিকসা ভাড়া দেয় ।

বাবলি বেগম তার বাড়ী করার জন্য টাকা জমা করে এক সময় পাকা কাচা বাড়ী তৈরী হয় । মাঝে মধ্যে প্রতিবেশীরা এসে তার কাজ দেখে প্রশংসা করে। আগের তুলনায় প্রতিবেশীরা তাকে বেশী সম্মান করে। স্বামীও তাকে মর্যাদা দেয়।

[redacted]

৮.২। সাফল্য গল্প অবকাফামো উপ-প্রকল্প (INF) ঃ

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মধ্যে ২২টি ইউনিয়ন আছে এবং এর মধ্যে অনেক দূরে গ্রাম অঞ্চলে অবহেলিত অনেক স্কুল আছে । এমনি একটি স্কুল হচ্ছে মুন্সিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে আইসিটি শিক্ষক ও ছাত্রী আছে কিন্তু আইসিটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন কম্পিউটার নাই । তারা উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করলে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর আর্থিক সহায়তায় ৬ষ্ঠ রাউন্ডে উপজেলা পরিষদ একটি ডেক্সটপ কম্পিউটার সরবরাহ করে।

আইটি শিক্ষক কম্পিউটার বিষয়ে প্রাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছেন । মুন্সিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্রীরা এখন কম্পিউটার বিষয়ে ধারনা পাচ্ছে। তারা এখন কম্পিউটার বিষয়ে থিউরিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে।

সমাপ্ত